Int'l confce on Future Education begins at DU

DU Correspondent

A two-day long international conference on 'Global Assembly on Future Education' began on Sunday at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban of Dhaka University (DU).

The theme of this conference is 'Building Smart Global Education Communities: International Collaboration for Sustainability in Education'.

DU Vice-Chancellor Prof A S M Maksud Kamal inaugurated the conference as chief guest.

Global Educators Initiative for Sustainable Transformation (GEIST) has organized this event in cooperation with ICT Division and UNDP, said a press release on Sunday issued by Mahmood Alam, Director of DU Public Relations Office.

Maksud Kamal stressed the need for preparing the new generation as global citizen with the combination of knowledge, wisdom and skills. He said that a new curriculum has already been introduced in primary and secondary level to produce skilled human resources in the country.

"This international conference will create a common platform to exchange views regarding education systems of different countries around the world and students and teachers of our country will be highly benefited from this," the VC hoped.

UNESCO Representative to Bangladesh Susan Vize, Founder President of GEIST Biblob Kumar Deb, President of GEIST Global Sabyasachi Mazumdar and Vice President Baman Kumar Ghimire addressed the inaugural session.

Experts from eight countries including Bangladesh, India, USA, Germany and Sweden participated in the conference.

SOURCE: **The daily OBSERVER** on 12/02/2024.

Holy Shab-e-Barat on Feb 25, holiday on Feb 26

The Muslim festival of Shab-e-Barat will be observed in Bangladesh on Feb 25 night, as the moon for the month of Shaban in the Islamic calendar has been sighted, the National Moon-Sighting Committee has announced, reports bdnews24.com.

It fixed the date in a meeting at the Islamic Foundation on Sunday.

It means the public holiday on the occasion will be on Feb 26.

Shab-e-Barat falls on the night of the 14th of Shaban, 15 days before the arrival of Ramadan, the month of fasting for Muslims.

SOURCE: **The daily FINANCIAL EXPRESS** on 12/02/2024.

UGC asks NU not to admit students to its main campus

The University Grants Commission (UGC) has asked the authorities of National University (NU) to refrain from admitting students at the undergraduate (honours) level for the 2023–24 academic year at its main campus.

The directive will remain in force until further directives from the President Mohammed Shahabuddin are issued, reads a press release issued on Sunday (11 February).

The UGC said it sent a letter to President Shahabuddin on 25 January regarding the decision to admit students to NU main campus.

A request was made to stop all the admission activities published in the admission circular of the NU until further directives from the chancellor are issued.

The UGC issued the directive stating that the process of admitting students to undergraduate programmes in the university's main campus was a clear violation of the National University Act, 1992.

Last year, the National University main campus published a notification seeking applications from students interested to get enrolled in undergraduate (honours) programmes in LLB, BBA, Tourism and Hospitality Management, and Nutrition and Food Science departments.

SOURCE: **The daily BUSINESS STANDARD** on 12/02/2024.

শিক্ষা- গবেষণা কার্যক্রমে একসঙ্গে কাজ করবে খুবি ও গ্রামীণফোন

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মোবাইল অপারেটর কোম্পানি গ্রামীণফোন লিমিটেডের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এক সঙ্গে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টিতে এক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ ভবনের সম্মেলন কক্ষে ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এই এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার প্রফেসর অমিত রায় চৌধুরী ও গ্রামীণফোনের পক্ষে প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা সৈয়দা তাহিয়া হোসেন স্বাক্ষর করেন।

এমওইউ স্বাক্ষর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেনের উপস্থিতিতে তা উভয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ডিন প্রফেসর ড. মো. নূর আলম, ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের প্রধান প্রফেসর শেখ মাহমুদুল হাসান, প্রফেসর ড. মো. নূরুন্নবী, সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. শরিফুল ইসলাম, গ্রামীণফোনের এইচআর স্ট্র্যাটেজি, পার্টনারিং এবং রিক্রুটমেন্ট অপারেশন্স হেড সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অ্যান্ড কালচার হেড মোহা. আওলাদ হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

SOURCE: **The daily সমকাল** on 12/02/2024.

ইউজিসির প্রতিবেদন

ধারাবাহিকভাবে কমছে বিদেশি শিক্ষার্থী

তিন বছর ধরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী কমছে। শিক্ষার মান ও উপযুক্ত পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মোশতাক আহমেদ ঢাকা
প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১২: ৩০

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী

সাল	পাবলিক	বেসরকারি	মোট
২০২০	৭৬৭	১৫৫০	২৩১৭
২০২১	৬৭৭	১৬০৪	২২৮১
২০২২	৬৭০	১২৮৭	১৯৫৭

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশ থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থী কমছে। গত তিন বছরের তথ্য বলছে, প্রতিবছরই বিদেশি শিক্ষার্থী কমছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল কয়েকটি কারণে বিদেশি শিক্ষার্থী কমতে পারে। প্রথমত, শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান না থাকা। আবার বিদেশ থেকে পড়তে আসা সব শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশও বড় বিষয়। এ ছাড়া আগে যেসব দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতেন, সেসব দেশেও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার চিত্রটি উঠে এসেছে গত বছরের অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটি করা হয়েছে ২০২২ সালের তথ্যের ভিত্তিতে। তখন দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৫৩টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১১০টি (১০০টির শিক্ষা কার্যক্রম ছিল)। অবশ্য এখন সংখ্যাটি আরও বেড়েছে। অধিভুক্ত কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ দেশের সরকারি–বেসরকারি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থী ৪৭ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ জন।

See next page

From previous page

একদিকে বিদেশি শিক্ষার্থী কমছে, আবার দেশের অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যাচ্ছেন। কয়েকটি কারণে বিদেশি শিক্ষার্থী কমতে পারে। এখানে শিক্ষার পরিবেশ ও মানের ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে কিন্তু যোগ্য শিক্ষক তৈরি করা যাচ্ছে না। মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। আবার আগে যেসব দেশ থেকে পড়তে আসতেন, সেসব দেশ উচ্চশিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে। সেসব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে। যেমন মালয়েশিয়া, নেপাল, ভুটান। ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান

ইউজিসির তথ্য বলছে, ২০২০ সালে দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিল ২ হাজার ৩১৭ জন। পরের বছর (২০২১) তা হয় ২ হাজার ২৮১ জন। ২০২২ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৫৭ জনে।

জানতে চাইলে ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান *প্রথম আলো*কে বলেন, একদিকে বিদেশি শিক্ষার্থী কমছে, আবার দেশের অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যাচ্ছেন। কয়েকটি কারণে বিদেশি শিক্ষার্থী কমতে পারে। এখানে শিক্ষার পরিবেশ ও মানের ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে কিন্তু যোগ্য শিক্ষক তৈরি করা যাচ্ছে না। মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। আবার আগে যেসব দেশ থেকে পড়তে আসতেন, সেসব দেশ উচ্চশিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে। সেসব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে। যেমন মালয়েশিয়া, নেপাল, ভুটান।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ১০ বছরে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোনো বছরই এক হাজার ছাড়ায়নি। ১০ বছরের মধ্যে ২০১৮ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন। ওই বছর ৮০৪ জন বিদেশি শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন।

২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী

২০২২ সালে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২৬টিতে ৬৭০ জন বিদেশি শিক্ষার্থী পড়তেন। এর মধ্যে ছাত্র ৫০৪ জন ও ছাত্রী ১৬৬ জন। আগের বছর ২০২১ সালে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিল ৬৭৭ জন। ২০২০ সালে ছিলেন ৭৬৭ জন। বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করছেন গোপালগঞ্জে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ১৯১ জন। এর পরেই আছে দিনাজপুরে অবস্থিত হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ১১৭ জন। বিদেশি শিক্ষার্থীর দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়—৭২ জন। এ ছাড়া গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৯ জন, রাজধানীতে অবস্থিত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৩, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ জন। বাকি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী আছেন, সেগুলোর একেকটিতে ১৫ জনের নিচে।

একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশি শিক্ষার্থী পড়তে আসতেন। এ জন্য 'স্যার পিজে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল' নামে আলাদা একটি আবাসিক হল করা হয়েছিল। বর্তমানে এই হলে যৎসামান্য বিদেশি শিক্ষার্থীর পাশাপাশি তরুণ শিক্ষকেরা থাকেন।

নাইজেরিয়া থেকে বাংলাদেশে পড়তে এসেছেন ইবরাহিম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স বিভাগে স্নাতকোত্তর করছেন। থাকছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলে। ইবরাহিমের ভাষ্য, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার চ্যালেঞ্জ ও খরচ বেশি। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাঁর জন্য ভালো গন্তব্য ছিল।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ১০ বছরে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোনো বছরই এক হাজার ছাড়ায়নি। ১০ বছরের মধ্যে ২০১৮ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন। ওই বছর ৮০৪ জন বিদেশি শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন।

৩২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ দেশের শিক্ষার্থী

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। ইউজিসির তথ্য বলছে, ২০২২ সালে দেশে ১০০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম চালু ছিল। তার মধ্যে ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন ১ হাজার ২৮৭ জন বিদেশি শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ২৬০ জন ছাত্রী। আগের বছর ২০২১ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন ১ হাজার ৬০৪ জন। এক বছরের ব্যবধানে ৩১৭ জন বিদেশি শিক্ষার্থী কমেছে।

ইউজিসির তথ্য বলছে, ২০২২ সালে ৩৭টি দেশের শিক্ষার্থীরা দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন। দেশগুলো হলো ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, দক্ষিণ সুদান, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, ফিলিস্তিন, গাম্বিয়া, মরক্কো, কোরিয়া, নাইজেরিয়া, ইরান, তানজানিয়া, মিয়ানমার, রুয়ান্ডা, ইন্দোনেশিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, সিয়েরা লিওন, আফগানিস্তান, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, পাপুয়া নিউগিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), জার্মানি, ক্যামেরুন, তুরস্ক, কেনিয়া, ঘানা, উগান্ডা, লাইবেরিয়া ও জিবুতি।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ ও করণীয় জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্বে) অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি মনে করেন বিদেশি শিক্ষার্থী কমার একটি কারণ হতে পারে তারা যেভাবে আকৃষ্ট হতো, সে রকম মানসম্মত শিক্ষা হয়তো দেওয়া যাচ্ছে না। আবার বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য যে পরিবেশ দেওয়া দরকার, সেই পরিবেশটি হয়তো ততটা নেই। এ জন্য উচ্চশিক্ষার পরিবেশ আরও শিক্ষার্থীবান্ধব করতে হবে এবং শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। শিক্ষার মানের জন্য শিক্ষকদের মানও বাড়াতে হবে।

GENOCIDE IN PALESTINE

Gaza residents surviving off animal feed as food dwindles

GAZA, Feb 11: People living in the isolated north of Gaza have told the BBC that children are going without food for days, as aid convoys are increasingly denied permits to enter. Some residents have resorted to grinding animal feed into flour to survive, but even stocks of those grains are now dwindling, they say.

People have also described digging down into the soil to access water pipes, for drinking and washing. The UN has warned that acute

SEE PAGE 2 COL 1

Gaza residents surviving

FROM PAGE 1

malnutrition among young children in the north has risen sharply, and is now above the critical threshold of 15%.

The UN's humanitarian coordination agency, Ocha, says more than half the aid missions to the north of Gaza were denied access last month, and that there is increasing interference from Israeli forces in how and where aid is delivered.

It says 300,000 people estimated to be living in northern areas are largely cut off from assistance, and face a growing risk of famine.

A spokesman for the Israeli military agency tasked with coordinating aid access in Gaza said in a briefing last month that there was "no starvation in Gaza. Period." The agency, Cogat, has repeatedly said it does not limit the amount of humanitarian aid sent to Gaza. The BBC spoke to three people living in Gaza City and Beit Lahia, and viewed footage and interviews filmed by local journalists in Jabalia.

Mahmoud Shalabi, a local medical aid worker in Beit Lahia, said people had been grinding grains used for animal feed into flour, but that even that was now running out.

"People are not finding it in the market," he said. "It's unavailable nowadays in the north of Gaza, and Gaza City."

He also said stocks of tinned food were disappearing.

"What we had was actually from the six or seven days of truce [in November], and whatever aid was allowed into the north of Gaza has actually been consumed by now. What people are eating right now is basically rice, and only rice."

The World Food Programme (WFP) told the BBC this week that four out of the last five aid convoys into the north had been stopped by Israeli forces, meaning a gap of two weeks between deliveries to Gaza City. —BBC

SOURCE: **The daily OBSERVER** on 12/02/2024.